"হে মানুষ !
তোমরা পার্থিব জীবনের –
সুখ-সমৃদ্ধি কামনা করছ, আর
আল্লাহ তোমাদের জন্য আখেরাত (এর
সার্বিক কল্যাণ ও শান্তি) চাইছেন" — আল কুরআন

আখেরাত প্রসঙ্গে চল্লিশ হাদীস

— আব্দুল হাফিজ জামেয়ী

জামেয়ী সিরিজ — ৯৮

আখেরাত প্রসঙ্গে চল্লিশ হাদীস

আল্লাহ বলেন ঃ

"হে নাবী (সাঃ) আপনি সকল মানুষকে বলে দিন — এই দুনিয়ার ভোগ-বিলাস অতি অল্প, ক্ষণস্থায়ী। আর যারা আল্লাহ'কে ভয় করে, তাদের জন্য আখেরাতের জীবন সব দিক দিয়ে উত্তম।"

— আল-কুরআন

— আব্দুল হাফিজ জামেয়ী

ঃ পরিবেশনা ঃ

আঞ্জুমান বালাগুল মোবীন

(লেখনী তাবলীগ ও জ্ঞানচর্চা বিভাগ)

রোঙ্গাইপুর জামে মসজিদ, পোঃ রোঙ্গাইপুর

ভায়া - সাঁইথিয়া, জেলা বীরভূম (পঃবঙ্গ)

প্রকাশ কাল ঃ
১লা মাঘ ১৪১৮
১৬ জানুয়ারী ২০১২
২১ সফর ১৪৩৩

মুদ্রণ ঃ
এস. বি. প্রিন্টার্স
সোনাতোড় পাড়া (মাদ্রাসা রোড)
সিউড়ি, বীরভূম
ফোন ঃ (০৩৪৬২) ২৫৮৮৯১ / মোঃ ৯৪৩৪১৮১৭৮১

জীবনের মুহূর্তগুলি কোন্ পথে বহিতেছে? আসুন একটু ভাবিয়া দেখি —

বন্ধু ! আমাদের জীবনে কত মুহূর্ত, কত দিন, কত সপ্তাহ, কত মাস, কত যুগ-যামানা, এক এক করিয়া বহিয়া চলিয়াছে। কত আত্মীয় আপনজন, কত বন্ধু-স্বজন, কত পরিচিত-অপরিচিত ভাই-ব্রাদার কালের গহ্বরে মাটির নীচে বিলীন হইয়া গিয়াছে। আমরাও তো ভাই সেই পথেরই যাত্রী। একদিন আমাদেরকেও এই মায়ার সংসার ছাড়িয়া বিদায় লইতে হইবে ! সুতরাং আমাদেরকে ভাবিতে হইবে যে, সেই অনন্ত জীবনের শান্তি মুক্তি ও সমৃদ্ধির জন্য খোদা তা'লার ফরমা বারদারীর পুঁজি আমরা কতটুকু অর্জন করিতেছি? নাকি দ্বীন-ঈমানকে পিছনে ফেলিয়া, মায়াবী দুনিয়ার মোহমায়ায় আর ধোঁকায় পড়িয়া স্ব স্ব জিন্দেগীকে বরবাদীর অভিশাপে অভিশপ্ত করিয়া চলিয়াছি? তাই যদি হয়, তাহা হইলে আর নয়, কখনও নয়, আমরা আমাদের জীবনের মুহূর্তগুলি বদ-দ্বীনিচর্চায় আর গোনাহের স্রোতে বহিতে দিব না। বন্ধু, আসুন আমরা সবাই অতঃপর দ্বীন, ঈমান ও আমলের মহান কর্ম তৎপরতায় পূর্ণরূপে শামিল হইয়া অনন্তকালের শান্তি ও মুক্তির পথকে আলোকিত করিয়া তুলি।

আঞ্জুমান বালাগুল মোবীনের নিবেদন বার্তা

দু'টি কথা

বে-ফাযলিহী তা'লা – "আখেরাত প্রসঙ্গে ঃ চল্লিশ হাদীস" নামক বক্ষমান পুস্তকটি প্রকাশিত হল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, আমাদের পূর্ব প্রকাশিত "হাদীসের তালীম" ২য় খণ্ড থেকে আখেরাত সম্পর্কিত চল্লিশটি হাদীস নির্বাচন করে উক্ত পুস্তকখানি প্রস্তুত করতঃ ৯৮ নং জামেয়ী সিরিজে প্রকাশ লাভ করল। আলহামদু লিল্লাহ্।

এই প্রকাশনায় আমরা আল্লাহর নিকট গভীর আশা রাখি যে, আখেরাত বা পরকাল সম্পর্কিত হাদীসের এই ছোট্ট বই থেকে আমরা আমাদের গাফীল জীবনে নসীহত ও প্রেরণা লাভ করতে প্রয়াস পাব - – ইনশাআল্লাহ্। আল্লাহ্ আমাদেরকে নেক মানসিকতা তথা তাওফীক দান করুন।

প্রকাশ থাকে যে, বীরভূম জেলার সাঁইথিয়া শহরের প্রসিদ্ধ স্বর্ণ ব্যবসায়ী আনসারী জুয়েলার্সের মালিক মহাঃ জয়নাল আবেদীন তাঁর পরলোকগত শ্রদ্ধেয় পিতা জনাব আলী হোসেন আনসারী সাহেবের রূহের শান্তি কামনার উদ্দেশ্যে এই মূল্যবান পুস্তকটির মুদ্রণকল্পে সম্পূর্ণ খরচ বহন করেছেন। আর এজন্য পুস্তকটি জাতির খিদমতে বিনামূল্য প্রদত্ত হল। পরম করুণাময় এই নেক কাজকে কবুল করুন – আমীন। এই অবকাশে আমরা সুধী পাঠকবর্গের নিকট থেকেও মারহুম আনসারী সাহেবের জন্য আন্তরিক দুআ কামনা করি।

আল্লাহ আমাদেরকে দ্বীন-ঈমানে, নেক কাজে, সু-পথে পরিচালিত করুন, সমগ্র মানব জাতি তথা দেশ ও দুনিয়ার মঙ্গল করুন – আমীন !

বিনীত ঃ অসসালাম

আঃ হাফিজ জামেয়ী

১লা মাঘ ১৪১৮

ইমাম ঃ রোঙ্গাইপুর জামে মসজিদ
মোবা ঃ ৯১৫৮৩০৮৮৩৯

!! কবরের সওয়াল !!

একলা এলে বন্ধু তুমি, এই দুনিয়ার পরে,
একাই আবার যেতে হবে, ছাড়িয়া সবারে।
দুনিয়ার মোহে বন্ধু তুমি, হইয়া মশগুল,
করছ না আজ সঞ্চয় কিছু, পরকালের মূল।
ভাবলে না হায়, আজকে তুমি, আখেরাতের ভাবনা,
কবর-হাশর, স্বর্গ-নরক, কিছুই খেয়াল করলে না।
কিন্তু উড়বে যেদিন প্রাণের পাখী বুজবে দু'টি নয়ন,
পারবে তখন বুঝতে সবই — ছুটবে মোহ তখন।
কবর মাঝে তোমায় যখন, আসবে রেখে সবে,
হায় ! থাকবে তুমি কেমন করে, ভাবলেনা তা' ভবে।
কবর মাঝে আসবেরে ভাই — মনকির নাকির,
সওয়াল তোমায় করবে তারা, পাবেনাক খাতির।
দ্বীন কি তোমার, মাবুদ কেবা, ছিল দুনিয়ায়,
কোন রাসূলের তরিক ধরে চললে দুনিয়ায়।
করবে সওয়াল এই তিনটি, ফেরেস্তা আসিয়া
তুমি কেমন করে জবাব দিবে, দেখো তা ভাবিয়া।
নেক বান্দা হবে যারা, জবাব দিবে তারা,
পাপী তাপী হবে যারা — ভুগবে আযাব তারা।

(গ্রন্থকার রচিত — ইসলামি সেরা গজল থেকে —)

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আখেরাত প্রসঙ্গেঃ চল্লিশ হাদীস

১

বিখ্যাত সাহাবী আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছেঃ তিনি বলেন, এক সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার কাঁধে হাত রেখে বললেনঃ "তুমি দুনিয়াতে মুসাফিরের মত থাকো, কিংবা পথ ভ্রমণকারীর মত হও"। আর ইবনে উমার বলতেন — "তুমি যখন সন্ধ্যায় উপস্থিত হবে, তখন সকাল বেলা পর্যন্ত বেঁচে থাকার অপেক্ষা করো না আর যখন সকাল করবে — তখন সন্ধ্যাবেলা পর্যন্ত বেঁচে থাকার অপেক্ষা করো না। তোমার সুস্থতার সময় অসুস্থতার জন্য কিচ্ছু সঞ্চয় করো এবং জীবিত অবস্থায় তোমার মৃত্যুর জন্য পাথেয় সংগ্রহ করো"। — বুখারী

২

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ তা'লা মানুষের পাপ ও পুণ্য লিখে রাখেন। যখন কোন মানুষ কোন নেকীর কাজ করতে ইচ্ছা করে, কিন্তু তা কাজে রূপায়িত করতে পারে না। তবুও তার আমলনামাতে একটী পুণ্য লিখে দেওয়া হয়। আর যদি সে পুণ্য কাজ সম্পন্ন করে নেয়, তাহলে আল্লাহর নিকট দশ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত পুণ্য লেখা হয়। এমনকি তার চেয়েও বেশী। পক্ষান্তরে — যখন কোন মানুষ পাপের কাজ করতে ইচ্ছা করে, কিন্তু তা কাজে রূপায়িত করে না, তাহলে তার আমলনামাতে সেটা একটি পূর্ণ নেকী রূপে লেখা হয়। আর যদি সে পাপ কাজ সম্পন্ন করে নেয়, তাহলে তার আমলনামাতে একটি পাপ লিখে দেন। আর সে যদি সে পাপ থেকে তাওবা করে নেয়, তাহলে তার সে পাপ মিটিয়ে দেন"। — বুখারী - মুসলিম।

৩

বর্ণিত আছেঃ একদা কোন এক ব্যক্তি — রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট আরয করল, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)। মুক্তির উপায় কি? (অর্থাৎ কোন পন্থায় আখেরাতে মুক্তি পাওয়া যাবে) নাবী (সাঃ) বললেনঃ "তোমার

রসনাকে সংযত রাখো, আপন গৃহে (অধিকাংশ সময় —) অবস্থান কর এবং নিজের পাপের জন্য কাঁদো''। — তিরমিযী

৪

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ কোন মোমেন ব্যক্তির চোখ থেকে যখন আল্লাহর ভয়ে অশ্রু বের হয় এবং তা গড়িয়ে পড়ে, যদিও ওর পরিমাণ মাছির মাথার চেয়ে ক্ষুদ্র হয়, তবুও আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দিবেন''। — মিশকাত

৫

নাবী (সাঃ) বলেছেন — হাদীসে কুদসীর মধ্যে আল্লাহ তা'লা বলেন ঃ ''আমার বান্দাদের মধ্যে কারো শারীরিক আর্থিক ও মানসিক কোন বিপদ উপস্থিত হলে, তারা যদি ধৈর্য্যের সাথে তা বরণ করে নেয় — তাহলে কিয়ামতের বিচার দিনে আমি সে সব বান্দার জন্য তুলাদণ্ড স্থাপন করতে ও আমলনামা খুলতে লজ্জা করব''। — সাগীর

৬

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ আমি মিরাজে গিয়ে সপ্তম আকাশে দেখলাম — ভীষণ বজ্রপাত, বিদ্যুৎ ও গর্জন। আর সেখানে দেখলাম এমন একদল মানুষকে, যাদের পেট ঘরের মত বিরাট। তাদের পেটে অজস্র সাপ কিলবিল করছে, যা পেটের বাহির থেকেও দেখা যাচ্ছে। আমি আমার সঙ্গী জিব্রাইল (আঃ)কে জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কোন লোক? তিনি বললেন, ওরা সুদখোর''। — ইবনে মাজা

৭

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহর শপথ ! আখেরাতের তুলনায় পার্থিব দুনিয়ার উদাহরণ হল, দরিয়াতে কোন ব্যক্তির আঙ্গুল ডুবানোর মত। দরিয়া থেকে আঙ্গুল বের করলে দেখতে পাবে, কত টুকু পানী তার আঙ্গুলে লেগে আছে''। — মুসলিম

৮

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ "আমি সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের শেষ প্রান্তে একটি গৃহ দেওয়ার জন্য যামিনদার — যে ব্যাক্তির ন্যায়ের পক্ষে থেকেও ঝগড়া করে না। আমি সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের মধ্যভাগে একটি গৃহ দেওয়ার জন্য যামিনদার — যে ব্যক্তি রহস্য ছলেও মিথ্যা বর্জন করে। আর যে ব্যক্তি মহৎ চরিত্রের অধিকারী, আমি তার জন্য জান্নাতের উচ্চস্থানে একটি গৃহ দেওয়ার জন্য যামিনদার"। — আবু দাউদ

৯

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ "পার্থিব দুনিয়া অতি মধুর, অতি সবুজ। আল্লাহ তা'লা তোমাদেরকে এই দুনিয়ার প্রতিনিধি বানিয়েছেন। তিনি দেখবেন — তোমরা দুনিয়াতে কিভাবে কর্মধারা সম্পাদন করছ। তোমরা যদি কৃতকার্য্য হতে চাও — তাহলে দুনিয়ার ধোঁকা এবং নারীদের (ফিৎনা) থেকে বেঁচে থাকো"। — মুসলিম

১০

বর্ণিত আছে ঃ হাদীসে কুদসীর মধ্যে আল্লাহ তা'লা বলেন — "কিয়ামতের দিন আমি তিন প্রকার ব্যক্তির বিপক্ষে থাকব। ১) যে ব্যক্তি আমার নামে ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি করার পর তা ভঙ্গ করে ২) যে ব্যক্তি কোন স্বাধীন মানুষকে বিক্রি করে তার মূল্য ভোগ করে এবং ৩) যে ব্যক্তি কাওকে মজদুর নিয়োগ করে পূর্ণ কাজ আদায় করে নেয়, অথচ তার মজুরী দিল না"। — বুখারী

১১

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ "যখন কোন মানুষ কোন অসুস্থ লোকের সেবা করতে যায়, তখন আকাশ থেকে একজন ফেরেস্তা বলে — দুনিয়াতে তুমি সুখী হও, তোমার যাত্রা হোক সুখের এবং জান্নাতে এক বিশেষ বালাখানায় তোমার স্থান হোক"। — ইবনে মাজা, তিরমিযী

১২

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ "আমার উম্মতের মধ্যে এমন ৭০ হাযার মানুষ বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে — যারা শাঁখা ব্যবহার করে না, গণকের কথা বিশ্বাস করে না। বরং তারা একমাত্র আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীল"।

— বুখারী-মুসলিম

১৩

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ "মানুষের জন্য বন্ধু তিন প্রকার। প্রথম প্রকার বন্ধু — যে তোমাকে বলে, তুমি কবরে না যাওয়া পর্যন্ত আমি তোমার নিকট আছি। এ হল মানুষ বন্ধু। ২য় প্রকার বন্ধু — যে তোমাকে বলে, তুমি গরীব-দুঃখীদেরকে যা কিছু দান-খয়রাত করছ, সেগুলিই তোমার প্রাপ্য অংশ, আর যা কিছু নিজের জন্য জমা রাখছ — সেসব তোমার নয় (সেগুলি বরং তোমার উত্তরাধীকারীদের জন্য), এ বন্ধুর নাম হল ধন-সম্পদ। ৩য় প্রকার বন্ধু — যে তোমাকে বলে, তুমি যেখানে প্রবেশ করবে এবং সেখান থেকে বের হয়ে যেখানে যাবে, সব অবস্থায় আমি তোমার সাথে থাকব। এ বন্ধুর নাম হল — আমল বা কর্ম। মানুষ তখন অবাক হয়ে বলতে থাকবে — আল্লাহ্র শপথ! তিন প্রকার বন্ধুর মধ্যে তোমাকে কতই না হীন বা সাধারণ মনে করতাম"।

— তারগীব

১৪

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ "দুনিয়ার প্রতি আমার কিইবা আগ্রহ থাকতে পারে? আমার ও দুনিয়ার মধ্যে উপমা হল এই রকম — মনে কর প্রচণ্ড গরমে কোন এক মুসাফির দুপুর বেলায় একটি গাছের ছায়াতে কিছুক্ষণ আরাম করে থাকে। পরে ঐ গাছ ও ছায়া ছেড়ে নিজের গন্তব্য স্থলে সে চলে যায়"।

— আহমদ

১৫

বর্ণিত আছে ঃ একদা মা আয়েশা'কে (রাঃ) নাবী (সাঃ) বললেন -- "হে আয়েশা ! তুমি যদি জান্নাতে আমার সাথে থাকতে চাও, তাহলে

তোমার জন্য দুনিয়া ঐ পরিমাণ যথেষ্ট হওয়া প্রয়োজন, যতটুকু আসবাব বা সামানপত্র একজন মুসাফিরের নিকট থাকে। সাবধান ! দুনিয়াদার ধনীদের নিকট অবস্থান করো না। তোমার পরিধানের কাপড় পুরাতন বা ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত তা বর্জন করো না — বরং ওতে তালি লাগিয়ে পরিধান করো"। — তিরমিযী

১৬

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ "তোমরা জান্নাত হাসিল করার জন্য এবং জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করো। নিশ্চয় জান্নাত এমন জিনিস, যার হাসিলকারী ঘুমিয়ে থাকতে পারে না এবং জাহান্নামও এমন জিনিস — যার থেকে পলায়নকারীও ঘুমাতে পারে না। নিশ্চয় আখেরাতকে দুঃখ ও অশান্তির দ্বারা ঘিরে দেওয়া হয়েছে এবং দুনিয়াকেও ভোগ-বিলাস ও প্রবৃত্তির দ্বারা ঘিরে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং দুনিয়ার ভোগ-বিলাস যেন তোমাদেরকে উদাসীন করে না রাখে"।

— তাবারানী

১৭

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ "হে আখেরাতের পথের যাত্রীগণ ! তোমাদের সামনে এক উঁচু পর্বত আছে, যেটা পার হওয়া তোমাদের পক্ষে খুবই কষ্টকর হবে। অধিক মাল বহনকারী সেই পর্বত পার হতে সক্ষম হবে না।" — তাবারানী

১৮

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ "আল্লাহ তা'লা কিয়ামতের দিন কতক মানুষকে পিঁপড়ার আকারে উঠাবেন। আর মানুষের দল ওদেরকে পায়ে পিষ্ট করতে থাকবে"। তারা কোন শ্রেণী মানুষ — একথা নাবী (সাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বললেন ঃ দুনিয়াতে যারা অহংকারে লিপ্ত থাকত"। — বায্যার

১৯

কা'বের পুত্র রাবিয়া (রাঃ) বর্ণনা করছেন যে, আমি দিনের বেলায় নাবী (সাঃ)-এর খিদমত করতাম। যখন রাত হত — তখনও আমি তাঁর খিদমতে থাকতাম এবং সেখানেই রাত কাটাতাম। নাবী (সাঃ)-এর পাক যুবানে আমি সর্বদা শুনতাম — "সুবহানাল্লাহ্ সুবহানাল্লাহ্, সুবহানা রাব্বী"। এ তসবিহ শুনতে শুনতে আমি ক্লান্ত হয়ে যেতাম, আমার চোখ জুড়িয়ে আসত এবং এভাবে আমি ঘুমিয়ে পড়তাম। একদিন নাবী(সাঃ) আমাকে বললেন — "হে রাবিয়া ! তুমি আমার নিকট কিছু চাও, আমি তোমাকে (দুআ করে) দিব"। আমি বললাম, হুযুর (সাঃ)! আমাকে কিছু সময় দিন, যাতে করে আমি চিন্তা করে দেখি যে, আমার কোন জিনিস চাওয়া উচিৎ। অতঃপর কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর আমার মনে হল যে, এই দুনিয়া তো নশ্বর, ধ্বংসশীল। তাই আমি বলি — হে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ), আমার জন্য এই দুআ করুন, যেন আল্লাহ আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করেন এবং আমাকে যেন জান্নাত দান করেন। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর বললেন, রাবিয়া ! এ বিষয়টি তোমাকে কে বলে দিল? আমি বললাম — এ কথা আমাকে কেও বলে দেয় নি। আমি বরং নিজেই জেনেছি যে, নিশ্চয় এই দুনিয়া নশ্বর, ধ্বংসশীল। (তাই এ নশ্বর দুনিয়ার কোন জিনিস চাইব কেন?) আর এটাও আমি জানি যে, আপনি আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয়তম বান্দা। এজন্য আমি এটাই পছন্দ করি যে, আপনি আল্লাহর নিকট আমার পরকালের মুক্তির জন্য দুআ করে দিন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, নিশ্চয় আমি তোমার জন্য দুআ করব, তবে তুমি অধিক পরিমাণ নামায পড়ে আমাকে সহযোগিতা কর"।

— তাবারানী

২০

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ "মানুষ বলে থাকে যে, আমার মাল, আমার সম্পদ"। কিন্তু তার বিষয় সম্পদে মাত্র তিনটি অংশ আছে। ১) যা কিছু সে ভক্ষণ করেছে, তা শেষ হয়ে গেছে ২) যা সে পরিধান করেছে -

– তা তো লুপ্ত হয়ে গেছে ৩) আর যা কিছু সে আল্লাহর পথে খরচ করেছে। সে সব সে আল্লাহর নিকট জমা রেখেছে। এই সব ছাড়া তার জন্য যা কিছু আছে, আসলে সে সব তার নয়। বরং সেগুলি মানুষের জন্য সে রেখে যাবে, আর সে নিজে (একদিন দুনিয়া ছেড়ে) খালি হাতে চলে যাবে'' (সেই অনন্ত আখেরাতে)। — বুখারী

২১

বর্ণিত আছে ঃ একসময় এক ব্যক্তি নাবী (সাঃ)এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন — 'হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আপনি আমাকে এমন এক আমলের বিষয় বলে দিন, যা পালন করলে আল্লাহ তা'লা যেন আমাকে ভালবাসেন এবং মানুষও যেন ভালবাসে'। নাবী (সাঃ) তাকে বললেন ঃ 'তুমি দুনিয়ার মোহমায়া ত্যাগ কর, তাহলে আল্লাহ তোমাকে ভালবাসবেন। আর মানুষের অর্থ-সম্পদের প্রতি তুমি কখনও লোভ-লালসা করো না, তাহলে মানুষ তোমাকে ভালবাসবে''। — ইবনে মাজাহ্

২২

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ ''মৃত ব্যক্তির সাথে তিনটি জিনিষ (কবরগাহের দিকে) অনুসরণ করে। ১) তার আত্মীয়-স্বজন ২) তার সম্পদ এবং ৩) তার আমল বা কর্ম। অতঃপর দুটি ফিরে আসে এবং একটি তার সাথে থেকে যায়। (অর্থাৎ—) দাফনের পর মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজন ও সম্পদ গৃহে প্রত্যবর্তন করে আর আমল বা কর্ম তার সাথে থেকে যায়''।

— বুখারী-মুসলিম

২৩

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস থেকে বর্ণিত আছে — তিনি বলেন, কোন এক সময় রাসূল্লাহ (সাঃ) আমাদের নিকট দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। সে সময় আমরা কয়েকজন একটা কুঁড়ে ঘর মেরামত করছিলাম। তিনি আমাদেরকে বললেন, 'তোমরা এটা কি করছ? আমরা বললাম, কুঁড়ে ঘরটি ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তাই ওটা আমরা মেরামত করছি। তিনি তখন আমাদেরকে বললেন — 'আমি মৃত্যুকে এর চেয়েও নিকটে

দেখছি''। — আবু দাউদ, তিরমিযী

২৪

সাহাবী আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত ঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একদিন আমাদের উদ্দেশ্যে এমন এক খুৎবা শুনালেন যে, ঐ রূপ খুৎবা আমি কখনও শুনিনি। সে খুৎবায় তিনি বললেন (আখেরাতের বিভিন্ন বিপদ-আপদ, দুঃখ দুর্দশা প্রভৃতি সম্পর্কে —) আমি যা জানছি, যদি তোমরা তা জানতে, তাহলে তোমরা অতি অল্পই হাসতে এবং বেশী পরিমাণ কাঁদতে''। সাহাবারা এ বক্তব্য শুনে নিজেদের মুখমণ্ডল ঢেকে নিলেন, আর তাদের মধ্যে বিলাপের রোল আসতে লাগল। — বুখারী-মুসলিম

২৫

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ ''জাহান্নামীদের মধ্যে যে ব্যক্তি দুনিয়াতে সবচেয়ে সুখ-শান্তিতে জীবন কাটিয়েছে, আখেরাতে তাকে জাহান্নামের মধ্যে একবার প্রবেশ করিয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে — হে আদম সন্তান ! তুমি কি কখনও সুখ-শান্তি দেখেছো? সে বলবে, হে প্রভূ ! জীবনে আমি কখনও সুখ-শান্তি দেখি নাই। তারপর জান্নাতীদের মধ্যে একজনকে আনা হবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে সবচেয়ে দুঃখ-কষ্টে জীবন কাটিয়েছে, তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, হে আদম সন্তান ! তুমি কি কখনও দুঃখ-কষ্ট দেখেছো? সে বলবে -- হে প্রভূ ! তোমার শপথ ! আমার উপর কখনও দুঃখ-কষ্ট আসে নাই'।

— মুসলিম

২৬

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন, জাহান্নামকে এরূপ অবস্থায় উপস্থিত করা হবে যে, তাতে ৭০ হাযার লাগাম থাকবে। প্রতিটি লাগামের সাথে ৭০ হাযার ফেরেস্তা জাহান্নামকে টানতে থাকবে''।

— মুসলিম

২৭

বর্ণিত আছে ঃ মা আয়েশার (রাঃ) যখনই জাহান্নামের কথা স্মরণ হত — তখনই তিনি কাঁদতে থাকতেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে বললেন,

'হে আয়েশা ! কোন বিষয় তোমাকে কাঁদাচ্ছে? আয়েশা (রাঃ) বলেন — জাহান্নামের কথা মনে পড়লে আমি কাঁদতে থাকি'। (এরপর তিনি হুযূর (সাঃ)কে বল্লেন, — কিয়ামতের দিন আপনি কি আপনার স্ত্রীদেরকে স্মরণ করবেন না? নাবী (সাঃ) বললেন ঃ 'সেই দিন তিনটি সময়ে কেও কাওকে স্মরণ করতে পারবে না। ১) যখন মীযান বা তুলাদণ্ডে আমল ওযন করা হবে — তখন পাল্লা হালকা হবে, না — ভারী হবে (এই চিন্তায় সকলেই পেরেশান থাকবে) ২) আমলনামা দেওয়ার সময় — যখন বলা হবে, এসো তোমার আমলনামা পাঠ কর — তখন তা ডান হাতে দেওয়া হবে, না — পিছন দিক দিয়ে তা বাম হাতে দেওয়া হবে ৩) পুলসিরাত পার হবার সময়, যখন তা জাহান্নামের উপর স্থাপন করা হবে। আর মানুষ ওর উপর দিয়ে পার হতে থাকবে''। — আবু দাউদ

২৮

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ ''তোমরা বেশী বেশী করে কাঁদো। যদি কান্না না আসে, তাহলে কান্নার মত ভানও করো। কারণ, জাহান্নামের মধ্যে জাহান্নামবাসীরা নানা শাস্তি আর দুঃখ-যন্ত্রণায় এত বেশী পরিমাণ কাঁদতে থাকবে যে, চোখের পানীতে তাদের চেহেরায় নালা হয়ে যাবে। কাঁদতে কাঁদতে যখন চোখের অশ্রু শেষ হয়ে যাবে, তখন চোখ দিয়ে রক্ত বইতে থাকবে এবং চোখে ক্ষতের সৃষ্টি হবে''। — মিশকাত

২৯

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ জাহান্নামবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে হালকা ধরণের শাস্তি দেওয়া হবে ঐ ব্যক্তিকে, যাকে আগুনের ফিতাযুক্ত দু'টি জুতা পরানো হবে, যার উত্তাপে তার মাথার মগয টগবগ করে ফুটতে থাকবে। সে অনুভব করবে, যেন সবচেয়ে তাকেই বেশী শাস্তি দেওয়া হয়েছে''। — বুখারী-মুসলিম

৩০

জান্নাত প্রসঙ্গ — বিখ্যাত সাহাবী আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ আমি একদা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, জান্নাত কিসের দ্বারা

তৈরী হয়েছে? নাবী (সাঃ) বললেন, জান্নাতের একটা ইঁট সোনার অপরটি হল রূপার। সুগন্ধ মিশ্‌ক্‌ দ্বারা ওর দেওয়াল গাঁথা হয়েছে। ওর কাঁকর বা বালি, মুক্তা ও ইয়াকুত পাথরের, মাটি জাফরানের। সেই জান্নাতে যে কেও প্রবেশ করবে, সে সেখানে সর্বদা নানা নায ও নিয়ামতের মধ্যে ডুবে থাকবে। সেখানে কেও কারো মুখাপেক্ষী হবে না। সকলেই হবে চিরজীবি, কখনও কারো মৃত্যু হবে না, নষ্ট হবে না তাদের যৌবন"। — তিরমিযী

৩১

হাদীসে বলা হয়েছে যে, 'জান্নাতের মধ্যে অতিরিক্ত গরম হবে না, আবার অতিরিক্ত ঠাণ্ডাও হবে না। এক মনোরম সুন্দর পরিবেশে জান্নাতীরা মহা আনন্দে জীবন কাটাবে। তাদেরকে পিশাব-পায়খানা লাগবে না। সুগন্ধি ঘাম বের হয়ে তাদের পিশাব-পায়খানার প্রয়োজন মিটে যাবে'। — মিশকাত

৩২

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ (জান্নাতবাসীদের উদ্দেশ্যে —) আল্লাহর তরফ থেকে একজন ঘোষণা করবে যে, হে জান্নাতবাসীগণ ! তোমাদের জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, তোমরা সর্বদা সুস্থ থাকবে, কোন প্রকার অসুস্থতায় আক্রান্ত হবে না। চিরজীবি থাকবে, কখনও মৃত্যু আসবে না। তোমাদের রূপ-যৌবন নষ্ট হবে না, কখনও বৃদ্ধ হবে না, অফুরন্ত নিয়ামতের মধ্যে ডুবে থাকবে, কখনও কারো মুখাপেক্ষী হবে না"। — মুসলিম

৩৩

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ "জান্নাতীদের প্রথম দল যারা সকলের আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের চেহেরা হবে পূর্ণিমার চাঁদের মত। এদের পর যারা প্রবেশ করবে, তাদের চেহেরা হবে উজ্জ্বল তারকার মত। জান্নাতীদের হৃদয় -মন হবে এক, অভিন্ন। তাদের মধ্যে কখনও মতবিরোধ বা হিংসা সৃষ্টি হবে না। সেখানে প্রত্যেক জান্নাতীর জন্য দু'জন স্ত্রী হুরিঈন-এর মধ্যে থেকে হবে .....। জান্নাতীগণ সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর যিকির বা তাসবিহ্‌ পাঠ করতে থাকবে। ওদের কখনও কোন অসুখ হবে না, সামান্য সর্দি-কাশিও না। থুথু আসবে না। তাদের খাওয়া দাওয়ার পাত্র হবে সোনা

ও রূপার। চিরুনীও সোনার। সুগন্ধির জন্য তাদের নিকট থাকবে অগ্নিপাত্রে খুশবুদার কাঠ। তাদের শরীরের ঘাম হবে মেশকের মত সুগন্ধময়"।

— মিশকাত

৩৪

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ "জান্নাতবাসী পুরুষ লোক তার চেহেরার দিকে তাকালে নিজের মুখমণ্ডল আয়নার চেয়েও পরিষ্কার দেখতে পাবে। জান্নাতী মেয়েলোকেরা যে সকল হীরা-মুক্তার অলংকার পরিধান করবে, তার নিম্ন পর্যায়ের মুক্তাদানাটি পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত স্থানকে আলোকিত করে দিবে"। — মিশকাত

৩৫

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ "জান্নাতীগণ জান্নাতে যাওয়ার পর আল্লাহ্ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন, আমার নিকট তোমাদের আরো কিছু নেবার আছে কি,যা আমি তোমাদের দিব? তখন জান্নাতীরা বলবে — হে প্রভূ! আর কি চাইব? সব কিছুই তো আমাদেরকে দিয়েছো। তুমি কি আমাদের চক্ষু উজ্জ্বল করে দাও নি, তুমি কি আমাদেরকে জান্নাতপুরিতে স্থান দাও নি? — মুসলিম

৩৬

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ "জান্নাতের মধ্যে যখন জান্নাতীরা নানা নিয়ামত নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, তখন হঠাৎ উপর থেকে একটি উজ্জ্বলতম আলোর ছটা প্রকাশ পাবে। তখন জান্নাতীরা উপরের দিকে তাকিয়ে দেখবে — তাদের প্রভূ আল্লাহ সেখানে বিরাজ করছেন। তখন আল্লাহ তাদেরকে বলবেন — হে জান্নাতীগণ! তোমাদের প্রতি সালাম"। — ইবনে মাজাহ্

৩৭

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত ঃ একদা এক বিদুঈন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর নিকট এসে বলল, 'হে আল্লাহর নাবী (সাঃ)! আপনি আমাকে এমন কিছু নেক আমলের কথা বলে দিন, যেগুলি পালন করলে আমি জান্নাতে যেতে পারব। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে বললেন ঃ 'তুমি

একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত কর, তাঁর সাথে কাওকে শরীক করো না, নামায কায়েম করো, মালের যাকাত দাও, রমযআন মাসে রোযা পালন কর'। এগুলি শুনে সে ব্যক্তি বলল — যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে, তাঁর শপথ করে বলছি — আপনি যা কিছু বললেন, সেগুলি আমি নিশ্চয় পালন করব'। তারপর সে লোকটি যখন সেখান থেকে চলে যাচ্ছিল — তখন নাবী (সাঃ) সাহাবাদের লক্ষ্য করে বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেও কোন জান্নাতী লোক দেখতে চাইলে, সে যেন এই লোকটিকে দেখুক"। — বুখারী

৩৮

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ "তোমরা ছয়টি বিষয়ে দায়িত্ব গ্রহণ কর — তাহলে আমি তোমাদের জন্য জান্নাতের দায়িত্ব গ্রহণ করব। ১) কথা বলার সময় মিথ্যা বলবে না ২) ওয়াদা ভঙ্গ করবে না ৩) আমানতের খিয়ানত করবে না ৪) নিজ দৃষ্টিকে সংযত রাখবে ৫) নিজের হাত নিয়ন্ত্রণে রাখবে ৬) নিজের লজ্জাস্থানকে সংযত রাখবে"। — আবু য়া'লা

৩৯

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি হালাল খাদ্য ভক্ষণ করে, সুন্নত পদ্ধতিতে চলে এবং যার অনিষ্ট থেকে মানুষ নিরাপদে থাকে, সে ব্যক্তি নিশ্চয় জান্নাতে প্রবেশ করবে"। — তিরমিযী

৪০

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ "তোমরা সর্বদা সত্যকথা বলবে। নিশ্চয় সত্য মানুষকে পুণ্যের পথে চালিত করে, আর পুণ্য জান্নাতের পথ দেখায়। যে ব্যক্তি সর্বদা সত্য বলে এবং সেজন্য কষ্ট সহ্য করে, সে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট সত্যবাদী রূপে গণ্য হয় ...."। — বুখারী-মুসলিম

হাজ্জাতুল বিদার খুতবায় নাবী(সাঃ) বলেন ঃ "ভুলিও না ! ঈমান, নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাত — এগুলি জান্নাতের সম্বল"।

কয়েকটি নিবেদন বার্তা

একটি সুমহৎ ভাবনা ও আমাদের কর্তব্য রূপায়ণ –

বর্তমান দুনিয়ার পরিবেশ নানা দিক দিয়ে বিষাক্তময় হয়ে উঠেছে। বদ-দ্বীনি চর্চা সহ বিভিন্ন অপরাধ মূলক কর্ম আচরণে সমাজ জীবন আজ মারাত্মক সংকটের সম্মুখীন। দ্বীন-ঈমান বিবর্জিত পরিবেশ পরিস্থিতির গোলকধাঁধায় পড়ে ও আধুনিক সভ্যতা আর প্রগতির নামে অধিকাংশ শিশু সহ যুব-তরুণদের মধ্যে আজ অসভ্যতা স্বেচ্ছাচারিতা ও অনৈতিকতার ভয়ংকর প্রবণতা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। অশিক্ষা-কুশিক্ষা সহ বিভিন্ন অপরাধ মূলক কর্ম আচরণের পঙ্কিলময় স্রোতে তারা আজ ভাসমান। দ্বীন-ঈমান-আমল তথা পারলৌকিক জীবনের চিন্তা ভাবনাকে দূরে সরিয়ে তারা আজ মনচাহী জিন্দেগীর অভিশাপে আক্রান্ত হয়ে জীবনকে তিল তিল করে নিঃশেষ করতে বসেছে। আর এভাবেই বর্তমান প্রজন্ম অনন্ত ভবিষ্যতের অপ্রাপ্তির অন্ধকারে তথা মহা ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

সুতরাং – এ ব্যাপারে গভীর চিন্তা-ভাবনা সহ কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতঃ শিশু ও যুব সমাজকে অন্ধকার ভবিষ্যত তথা ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা প্রতিটি অভিভাবক, জ্ঞানী-গুণী-বুদ্ধিজীবি, উলামায়ে দ্বীন ও চিন্তাশীল সুধীবর্গের এক সুমহান ও পবিত্র কর্তব্য। আসুন এ সম্পর্কে আমরা কর্ম তৎপরতা অবলম্বন করি। ব্যাপকভাবে মকতবী শিক্ষার প্রসার সহ দাওয়াত ও তাবলীগের কাজকে জোরদার করি। এই দুই মহান কাজেই শিশু যুব তরুণ সহ সর্বস্তরের মানুষের জন্য রয়েছে সার্বিক কল্যাণ ও সফলতা।

শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চা মানব জীবনের আলো –

শিক্ষা ও জ্ঞানের চর্চা মানুষকে নানাবিধ কল্যাণের পথ প্রদর্শন করে। ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত তথা সামাজিক কল্যাণ ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রয়োজন অপরিসীম। উন্নত সমাজ তথা সমৃদ্ধশালী দেশ গঠনে প্রয়োজন ব্যাপকভাবে শিক্ষা ও জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা ও অনুশীলন। তাই আসুন, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আমরা সকলেই শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করতঃ জীবনকে আলোকিত করি, সমাজকে উন্নত করি, দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাই অগ্রগতি আর সমৃদ্ধির পথে।

আসুন ! বিকশিত করি মানবিকতার গুণাবলী –

অশিক্ষা, কুশিক্ষা, ভেদবুদ্ধি, গোঁড়ামী, কু-সংস্কার, অন্ধ-অনুকরণ, হিংসা-বিদ্বেষ, শির্ক-বিদাত, যুলুম মুনাফেকী হঠকারিতা, অহংকার সংকীর্ণতা, পরশ্রীকাতরতা, অনৈক্য – এগুলি মানবতার নিকৃষ্টতম অপগুণ তথা চরমতম অভিশাপ ! আসুন, এগুলি বর্জন করি।

পক্ষান্তরে – এ সব অপগুণ, বদগুণ-এর ঊর্ধ্বে মানবিকতার যে সত্য-সুন্দর-মার্জিত গুণাবলীর পরম আদর্শের পবিত্র প্রাঙ্গণ – আসুন, আমরা মানব জাতি সেই মহান পূতঃ প্রাঙ্গণে বিচরণ করে – মনুষ্যত্বের পরিচয় দিই !!

টিভি'র কুফল থেকে শিশুদের রক্ষা করুন

টিভি থেকে শিশুদের দূরে রাখুন। কারণ টিভি দেখার ফলে শিশুদের চিরায়ত গুণাবলী অবশিষ্ট থাকছে না। লেখাপড়ার ক্ষেত্রেও ওদের মন-মানসিকতা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে চলেছে। টিভির যতসব জঘন্য সিরিয়াল তথা নানা অপরাধমূলক অনুষ্ঠান দেখার ফলে একদিকে শিশুদের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য ও নৈতিকতা যেমন বিনষ্ট হচ্ছে, অন্যদিকে শিশু মনে নানা অপরাধ প্রবণতা, পাশবিকতা সহ অবাঞ্ছিত জীবনাচারের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে দ্রুত গতিতে। এভাবে আমাদের একটি স্বর্ণোজ্জ্বল প্রজন্ম পর্দার আড়ালে কি মর্মান্তিকভাবে ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে – তা'কি আমরা জেনে বুঝে একটিবারও ভেবে দেখব না? এহেন ধ্বংসাত্মক অভিশাপ থেকে ওদেরকে মুক্ত করার প্রয়াস গ্রহণের ব্রতী হব না?

আমরা নিশ্চয় জানি – শিশুরা এক একটি আলো স্বরূপ। দেশ ও জাতির ভবিষ্যত। ওদের দ্বারাই একদিন পরিচালিত হবে সমাজ জীবন, দেশ ও দুনিয়া। সুতরাং আসুন ! আমরা আমাদের শিশু প্রজন্মকে টিভির আওতাসহ বিভিন্ন কুশিক্ষা ও বদ অভ্যাস থেকে মুক্ত করে দ্বীন দুনিয়ার কল্যাণমুখী শিক্ষা, জ্ঞান চর্চা সহ নৈতিক আদর্শের দ্বারা সমৃদ্ধ করে তুলি ওদের জীবন !

দ্বীনি শিক্ষার ছাত্র-ছাত্রীদের কল্যাণ তৎপরতায় —

মসজিদ-মকতব ও মাদ্রাসার অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীরা আজকাল দ্বীনি এলেম শিক্ষার সাথে ছোট বড় বিভিন্ন অপরাধে ও অপরাধ প্রবণতায় জড়িয়ে পড়ছে। ফালতু খেল-তামাশায়, গান বাজনায়, ঈমান ও নৈতিক চরিত্র ধ্বংসকারী টিভি-র নেশায় তথা দুনিয়ার ধোঁকা ও বাতিল বস্তুবাদের দিকে আকৃষ্ট হয়ে চলেছে ব্যাপকভাবে। আর এর ফলে দ্বীন ইসলামের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আদাব, আখলাক, নৈতিক চরিত্র গঠন সহ আখেরাতের চিন্তা-ভাবনা ও আমালের প্রতি দিনের পর দিন অনীহা, গাফিলতী ও গুরুত্বহীনতা প্রকট রূপে বেড়ে চলেছে।

বলা বাহুল্য, কায়েদা, আম্পারা, কুরআন, ফিকাহ্, হাদীস, তফসির প্রভৃতি ইসলামের শিক্ষা চর্চা – এগুলিতো দুনিয়া ও আখেরাতের চির সুন্দর ও মঙ্গলময় শিক্ষা, আল্লাহ ও রাসূলের শিক্ষা, পরজীবনে অনন্ত সুখ-শান্তি সহ জান্নাত প্রাপ্তির শিক্ষা। এরূপ মহান, মুবারক তথা অতুলনীয় শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চার সাথে বস্তুবাদী মানসিকতা সৃষ্টি করা, বাতিল কর্ম আচরণে তথা অন্যায় অপরাধে জড়িয়ে পড়া কত বড় যে যুলুম আর পাপ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আহা, আমাদের চোখের সামনে কত মহৎ-মূল্যবান তথা সম্ভাবনাময় জীবনগুলি কি মর্মান্তিক রূপে তিলে তিলে অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছে ! অথচ, পরিতাপের বিষয় যে, অধিকাংশ শিক্ষক, অভিভাবক, উলামা ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এ সম্পর্কে কোনও ভ্রূক্ষেপ, চিন্তা-ভাবনা তথা কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে প্রয়াসী হচ্ছেন না। এই গাফীলতী ও ব্যর্থতার জন্য আমরা পুরো দায়ী। এর খেসারত দুনিয়াতেও গুনতে হবে, আবার আখেরাতেও আল্লাহ'র সমীপে জবাবদিহি করতে হবে।

সুতরাং এ ব্যাপারে আমাদেরকে অতি অবশ্যই সজাগ সচেতন হয়ে, যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সুদৃঢ় তথা কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতেই হবে। এ ব্যাপারে আমরা যদি প্রতিটি মসজিদে ও মাদ্রাসায় – ঈমানের মেহনত সম্পর্কিত দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ ব্যাপকভাবে জোরদার করি, তাহলে উল্লিখিত সমস্যা সহ আরো অন্যান্য অন্যায় অপরাধ তথা বদদ্বীনি চর্চা ও বাতিল বস্তুবাদ থেকে আমরা মুক্ত হতে পারব – ইনশাআল্লাহ্ !

আসুন ! নিকৃষ্টতম গোনাহের অন্ধকার থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করি —

আজকাল টিভি-র জঘন্যতম নির্লজ্জ সিরিয়াল তথা অবৈধ দৃশ্যাবলী মানুষকে পাগল করে তুলেছে। অধিকাংশ যুব-তরুণ তথা উঠতি বয়সী ছেলেমেয়েরা টিভি-র যতসব নগ্ন ও যৌন আবেদন সহ বিভিন্ন অপরাধমূলক অনুষ্ঠান ও দৃশ্যাবলীতে ড্রাগের চেয়েও বেশী নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। এই স্বেচ্ছাচার ও নগদ পাপ থেকে আমরা যদি আমাদের শিশু ও তরুণ প্রজন্মকে রক্ষা না করি এবং আমরা নিজেরাও যদি সাবধান না হই, তাহলে আমাদেরকে এক অন্ধকার ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত থাকবে হবে। সুতরাং আসুন, পাপের এই অন্ধকার পথ ত্যাগ করে পুণ্যালোকের মহান পথে জীবনকে পরিচালিত করি।

জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে

হ্যাঁ, আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত স্রোতের ন্যায় বহিয়া চলিয়াছে। অতিবাহিত সময়গুলি আর ফিরিয়া আসিবে না। সুতরাং পারলৌকিক জীবনের বৃহত্তম স্বার্থে আমাদের জিন্দেগীর এই মূল্যবান সময়গুলি কাজে না লাগাইলে অশান্ত আযাবের অনল কুণ্ডে একদা আমাদেরকে কহর মাতম করিতে হইবে; আমাদেরকে অতএব পরজীবনের শান্তি-মুক্তি কল্পে সময়ের মূল্য ও মূল্যায়নে সর্বাধিক যত্নবান হইতে হইবে। আল্লাহ বলেন, "........... তোমরা আল্লাহকে ভয় করিয়া চল, আর প্রত্যেকের জন্য গভীর চিন্তা করা উচিৎ যে কাল বা অনন্ত ভবিষ্যতের জন্য সে কি সঞ্চয় প্রেরণ করিয়াছে।"

— আল কুরআন

বিঃদ্রঃ- "আঞ্জুমান বালাগুল মোবীনের নিবেদন বার্তা" নামে আমাদের এমন কিছু বিষয় বক্তব্য আছে, যেগুলি আমাদের বিভিন্ন বই ও পত্রিকায় বার বার মুদ্রিত হয়ে থাকে। দ্বীন-ঈমান ও আমালের প্রতি প্রেরণা তথা আখেরাতের গুরুত্ব ও চিন্তা-চেতনা জোরদার করণের উদ্দেশ্যেই নিবেদন বার্তাগুলি আমরা বার বার ছেপে থাকি। আশা করি, সুধী পাঠকবর্গ বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবেন।

বিনীত, সালাম ও শুভেচ্ছান্তে : **জামেয়ী**